দৈনিক স্টেটসম্যান
DAILY STATESMAN
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৩৫৩

রুহানির পক্ষে রায়

এই ইরানের প্রেসিডেন্ট, বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকিয়া একটা বড় আর। প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির বিপুল ভোটের মধ্যে সেটাই ও বিশেষত্বটি, বিশেষ করে পাশাপাশি নিয়ে এক বারো বিজিত হয়েছে। এটা অন্তর্জাতিক খেত্রে ইরানের একগাদা অবস্থান অবলম্বন এবং দেশে মুক্তমনা বাসিন্দাদের পক্ষে যায়। এই আর অন্যান্য ডানপন্থীরা, যাদের বিপুল সমর্থনের জোরে। জয়ের যে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ভোট পেলেন, এরাও অন্তত কম বারোটি তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন ছিলেন বাকি ভোট পেয়েছেন ১ কোটি ৫৮ লক্ষ। অথচ এই বিপুল সমর্থন পাওয়ার পুরস্কার দেবে, যা অতি প্রাচীন জাত্র বাসকেরা নিয়েছেন সুবুদ্ধ। এই জন্য বিদেশি মিডিয়ার অভ্যাস সহজেই হবে। জন্য নিজেদের এই জন্য অভ্যাসগুলি দেখাবে, তবে দেখাও যাবে যেই, বিশেষ করে তাঁর সংস্থার কর্মসূচি অভ্যাস কর্মীরা হবে। দেশ এমন এক দেবতার দেয়ে নিয়েছে, যিনি সাধারণ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত প্রায়ে পাকাতে জানেন। অথচ আজো পর্য্য টেলিভিশন ভাষণে রুহানি পাশাপাশি একটি দেশে সাধারণ নিয়মগুলো প্রকাশ তুলে ধরেছেন। বিদেশনীতি প্রকাশ না করে তিনি এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সর্বাধিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকুশল নির্বাচন হিসেবে উপস্থিত করেছেন। তিনি তাঁর বিদেশনীতি নিয়ন্ত্রণকারীরা পাশাপাশি বলে বর্ণনা করেছেন। দেশবাসীকে তিনি বলেছেন, 'আপনারা তাহলে 'না' বলে দিয়েছেন, যারা রাষ্ট্রীয় অবস্থা আবার আটকে দিতে চাই।' তিনি জানান যাঁরা তাঁরা কিছুদিন দিকে ভুলিয়ে দেশবাসী সহায়ক শক্তির দেয়ে দিয়েছেন, যা ১৯৭৯ সালে পাশের পরে আছেন। তিনি ভাঁরপন্থীদের হাসনের সম্পর্কের সহায়ক হয়েছেন, যাঁরা এখনো ধর্মবাদের ও পাশাপাশি বিভিন্ন প্রভাবের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মজার তা একে অপরের বিরোধী। তবে এই বিপুল রায় রুহানিকে ভারতপন্থীদের হাসনের জানবেন একটা সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের কাছে আজো প্রত্যাশাই বেশ থেকে পারে, কিন্তু সবার আগে পুরণ করা সম্ভব নয়। তার মূল আছে ইরানের জটিল সংবাদী রাজনৈতিক অবস্থিতি ও একটা নয়বাদে নিয়েছেন বাকায়, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প একদম প্রত্যাশের আরাধী নন। ইরানের নির্বাচনের সংগেই জটিল প্রেসিডেন্ট ইরানের প্রতিপক্ষ দেশ সৌদি আরব সমর্থন করেন। এই সমর্থনে তেহরান ও রিয়াদের কাছে বার্তা। বৈশ্বিকভাবে দুটিরা পর পশ্চিমের পারস্যবাসিক নিয়ন্ত্রণের ভাবনে জানান সহায় নিয়েছি মিডিয়ের প্রতিরা প্রত্যাশিত হবেন, কারণ আমেরিকার একাধিক নিয়ন্ত্রণের বাড়ে হয়েছে। ইরানে বাসকে করা জেরেটিনা না হলেও সেই জটিল। রুহানিকে এখন পশ্চিমের সাংবাদিকের রাইতে হবে, যাতে আমেরিকা তার একাধিক নিয়ন্ত্রণের প্রত্যয়ায় করে দেয় অথবা তার সেখানে রাইছে, সেখানে মিডিয়ের বাড়াবার সুযোগ দিতে হবে। এই মুহূর্তে এই জন্য রাজনৈতিক ভারসাম্যকে সংস্কারপন্থীদের দিকে নিয়ে নিয়েছে। ইরান রুহানি রুহানিকে দিয়েছি। মেয়াদের জন্য নির্বাচনে করে তাদের রায় দিয়েছে, তবে সংস্কারপন্থী ও সনপন্থীদের হারিয়ে আনেন। এই অবস্থায় আরো জোরে আমি পাবেন। (বোর্ডারে বাকি ৭৭) পর এই মানুষ জনগণের দেয়ের নির্বাচন আমিনকাবোধের। জিনিস দেয়েছে তাঁর নির্বাচন নিয়ে আমিনকারা জেটে নিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ও ধর্মবাদন নিয়ে দেশবাসীকে বীকারে হয়ে গেল।

The Statesman
শতবর্ষ আগে

বইয়ের অন্দরে

বিশ্ববার্তা

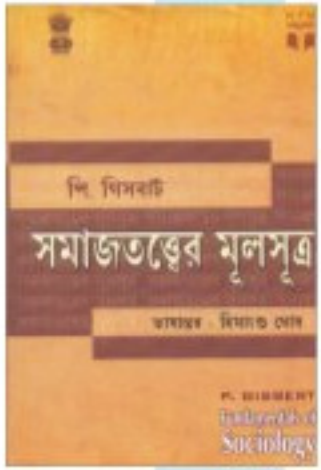

সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র
পি সিমবাটি
অনুবাদ: দিব্যজ্যোতি ঘোষ
নূতন পাণ্ডুলিপি
২৮/১বি, বীরেশপল্লি মল্লিক লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১২
মূল্য : ১৫০ টাকা

সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র— অনুবাদ যেখানে শিল্প

ড. রতন ভট্টাচার্য

অনুবাদকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করাটাও খানিকটা অতিশয়োক্তি তবে সত্যে রাষ্ট্রীয় অনুবাদ বিশেষজ্ঞ উপর নজর করেছে বর্জিন। মূল প্রকাশ হিল ফরাসিতে ২০৪টি অবধি ইংরেজি প্রকাশনাতে অনুবাদ করা। এই সংখ্যা পুরোটা অলস হিসেবে সমাজতত্ত্বের প্রথাগত প্রকাশনা দি সিমবাটির 'আনালেকটাল অব সোসিয়লজি' প্রস্তুতিতে বাংলায় অনুবাদে উপযোগী হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কলেজে রাষ্ট্রীয় অধিপতির প্রাক্তন মোহাম্মদ ড. দিব্যজ্যোতি ঘোষ।

কারণটি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিটি প্রকাশে বলে অনুবাদ কর্মটি সাহিত্য বলে ভুলনীয়, সাহিত্য কৃতিটি হলে নিজের হয়ে না আবার নিজের হলে কৃতিটা হয় না। কিন্তু আমার কথা এই ড. দিব্যজ্যোতি ঘোষ খুব নিজস্বভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বা আবার কৃতিও। তিনি অনুবাদক হিসেবে প্রাক্কথনে এবং ইংরেজিতে তিনটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন সমাজতত্ত্বে– প্রাথমিক মেয়েদের ও উদ্ভিদ, ভারতের কমিউনিটি আন্দোলন। ইতিহাসের প্রকাশনা এবং সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র, যা তাঁর তৃতীয় বই ২০১৫ সালে প্রকাশিত। মূলত পাণ্ডুলিপিগুলো আটি অনুবাদের মধ্যে ১৪০ টাকার ৪৪০ পৃষ্ঠার আকারের রূপ ও দাম কমানো হয়ে যাঁরাটাকে এই বইটি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন বলা হবে এবং আমাদের একমাত্র। এই বইটি নিয়েছে সাথে যুক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও সমাজের বৈজ্ঞানিক বিবরণ না কার, এ হল মৌল সমাজসমূহের মূল তত্ত্ব মূলবাদ। এই গ্রন্থে দি এন সিমবাটি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রতিপাদ্য ও ব্যাখ্যাপ্রকাশের উপযোগী বইটি প্রকাশ করেছিল ২০১০ সালে। এই সংস্করণে অনুবাদের মাধ্যমে পুনর্মৌলিক ও আধুনিকীকরণ করেছেন ড. দিব্যজ্যোতি ঘোষ।

সিমবাটি পুরো বুঝা সমাজের পাঠকেরা অন্য। কিন্তু অনুবাদের কালীন ও সাধারণের বইটি বুঝতে সাহায্য করেছে পাঠকদের। বই পর্যে বিভক্ত বইটি প্রথম পর্যে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ দ্বিতীয় পর্যে সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। তৃতীয় পর্যে পুরো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে বিশদ আলোচনা। অনুবাদ এত সুন্দর যে কোথাও কখনো মনে হয় না। প্রথমে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবি আলোচিত হয়েছে। ড. ঘোষ এই পর্যায়ে অনুবাদ সংখ্যা দেখিয়েছেন। চমৎকার হয়ে যাই যেমনের দিনি আলোচনা করেছেন শিল্প ও সমাজকাঠামো তাদের শিল্পবাদ ও কৃষি সংস্কার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে কাল অনুবাদ করেছেন বাংলাদি পাঠকদের জন্য।

তৃতীয় পর্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সিমবাটি। প্রথা ও আচারের কাল, প্রথায় উত্তর উদ্দেশ্য ও সংখ্যা আইন ও আইনের আবার আইনের উপযোগিতা ও ব্যবহারযুক্তের চাইছে, রাষ্ট্রীয় আইন ও উপাদান আইন, আইনব্যবস্থা কাল, প্রথা ও আইনের তুলনায় এবং কৃষ্টিবাদের অনুবিধা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নৈতিকতা ও ধর্ম, নৈতিকতার কাল, ধর্ম ও তার বিকাশ, ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম এবং সাংগঠনে নানান অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় অনুবাদ প্রশংসার্হ। ড. ঘোষ সাধারণ সংখ্যা জেনেছেন সাধারণভাবে। শিক্ষার সংখ্যা ও শিক্ষার বিকাশ, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও শেষে গত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার শিক্ষাকে মূল এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র ও শিক্ষা এই বিভাগীয় অসাধারণ কাজ অনুবাদ প্রয়োজনীয় ছিল। আজকের যুগে এই বইটির প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানি পাঠকদের নিজে মনে জাগিয়ে নিজের সিমবাটির বই অনুবাদ করে। তেমনি শেষে অনুবাদ কাজে আরো আকর্ষক হাসিয়ে যায়। সাহাজিকদের শিক্ষার সাথে জড়িত থেকে ড. ঘোষ বিশেষ জানেন 'শিক্ষার অর্থ জ্ঞান পাওয়া বাড়াবাড়ির কাজ নেই সবার আরাম ও মনোরঞ্জনে নিজেকে জড়িয়ে যায় সাহায্যে সে জিজ্ঞাসের মুখোমুখি হয়ে সমাজের অসংগতিকে পারে।' এটা অনুবাদ হলেও এখানে ড. ঘোষ যেন নিজের শিক্ষক জীবনের কথা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এরকম অনেক দারুণ আছে যাতে বইটি পাঠককে মুগ্ধ করবে। একটি জায়গায় ড. দিব্যজ্যোতি ঘোষ বুদ্ধ অনুবাদ করেছেন সিমবাটির কথাগুলো, 'ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ফেরে রাষ্ট্রের সমাজের যত কাজ হবে তেমনিই ও সাংস্কৃতিকতাকে জীবনায় না কার, সবার জন্য, পাঠার আকার ও নিজেকে একত্রিত করে নিজেদেরকে মুক্ত করা এবং সকলের জন্য নিজেদের জীবনকাল প্রকাশের সম্ভাবনার ও সুযোগ সাধারণ জন্য উপযুক্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।'

এ ভারতীয় শিক্ষাবিদ করা বইটি অনুবাদ করে ড. ঘোষ একটি সাধারণ উদ্যোগ সার্থক করেছেন। রাষ্ট্রীয় অনুবাদ শিল্পকে এগিয়ে তাঁর ড. ঘোষের মতো এরকম বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী করেছেন। আমাদের এই ভারতীয় পাঠকের ভাবনায় বাঁধনেরা সর্বকালীনের অনুবাদ করা সাধারণ জরিম। কিন্তু ভাবনা দক্ষ অনুবাদক পাবেন সাহেবদের কালীনাথের তা জানতে। যাঁদের পেশে সিমবাটি ইংরেজিতে একটি বাঁধা পুস্তকাবলিকা লিখেছেন যা থেকে তিনি এই বইটি লিখেছেন। শেষটা যদি বাংলায় করা যেত হয়েছে ভাবনা হয়েছে। তবে জটিলতা বাড়বে মনে হয়েছে তা অনুবাদ হবেনি। অনুবাদ যে কাজটি কালীনের তার একটা উদাহরণ না দিলেই নয়। প্রথম পর্যে ড. ঘোষ অনুবাদ করেছেন একটি অংশ–

"শেষে, এ শুধু কথা বা কথার কথা। অভিজ্ঞতার অভাব জানতে পেরেছি কিছু কালের উপেক্ষায় ও জটিলতায়ে পাবে ও তাই এবং অনাবার সাধন ও অভিজ্ঞ থেকে যায় এবং অনাবার আবার সেটিনার হয় যায়।"

এর আগের কাজে কাজে দেখার বিদেশি ভাষায় সিমবাটি পড়ান যিনি ওই ভাষাতে সমান দক্ষ। ড. ঘোষকে একথা বলাটাই কারণ এত কৃষ্টির বাহির নিয়ে তিনি কৃষ্টিবাহনে বইটি প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় যাঁ প্রকাশে পরিবর্তন বড় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন পর ছিল কাজ ধরে। বাকি অনেক বিশেষজ্ঞদেরকে পাঠানো তিনি প্রকাশ করেন। এই ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশে যে তিনি নজরে হয়েছেন তার জন্য ভারতীয় ভাষা সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় অনুবাদ শিল্প তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে আশা করা যায়। ভবিষ্যতে এ ভারতীয় ভাষায় যাঁ তিনি প্রকাশ আনেন এবং তার অনুবাদকেরা হয়ে বাংলাটি তুলে ধরেন, এর চেয়ে তার উপায় কি কোনও সং ও নিষ্ঠাবান প্রকাশক নিয়ে পাবেন? মূলত পাণ্ডুলিপিকেন এবং পরিবেশ প্রকাশে কাজের।

সবিনয় নিবেদন

সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই পাকিস্তান

[illegible]